

এইচএসসি পরীক্ষা ৥ নকল প্রতিরোধ করতে গিয়ে ১২ ম্যাজিস্ট্রেট লাঞ্চিত, ২০ শিক্ষক প্রহৃত

শরিফজামান পিটু/হিলিয়াস খান

দেখাচ্ছে পাবলিক পরীক্ষা এইচএসসি প্রহসনে পরিণত হয়েছে। শনিবার ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় দেশের অধিকাংশ স্থানে ব্যাপক সহিংস ঘটনা ঘটেছে। নকলের সুযোগ না পেয়ে উচ্ছৃঙ্খল ও নকলবাজ পরীক্ষার্থীরা বহিরাগতদের সহযোগিতায় বিভিন্ন স্থানে

৮ হাজার ৭শ' পরীক্ষার্থী ও ১৫ শিক্ষক বহিষ্কৃত

নারকীয় তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে। নকল প্রতিরোধ করতে গিয়ে নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া, চুয়াডাঙ্গা, নরসিংদী, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটিসহ বিভিন্ন স্থানে অন্তত ১২

ম্যাজিস্ট্রেট আহত, লাঞ্চিত বা অবরুদ্ধ হয়েছেন। আহত শিক্ষকের সংখ্যা অন্তত কুড়ি জন। বহিষ্কৃত হয়েছেন ১৫ শিক্ষক। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সাতটি শিক্ষা বোর্ডে ৮ হাজার ৭শ' ৮৩ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। শনিবার এইচএসসি পরীক্ষায় সহিংসতা (১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

এইচএসসি পরীক্ষা

(প্রথম পাতার পর)

অতীতের সকল রেকর্ড ভুল করেছে। ম্যাজিস্ট্রেট লাঞ্চিত, শিক্ষক প্রহৃত, তাণ্ডব, অবরোধ, অগ্নিসংযোগ, সংঘর্ষ, বোমাবাজি প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা শেষ হয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর আবদুল হামিদ বলেছেন, আমাদের চেষ্টার ফলটি ছিল না। আমরা এখন অসহায়। সবাই আন্তরিক না হলে দেশ নকলের অভিলাষ থেকে মুক্ত হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠের বিভিন্ন আঞ্চলিক অফিস, জেলা ও উপজেলা প্রতিনিধিবৃন্দ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সহিংসতার খবর পাঠিয়েছেন। সাত বোর্ডের মধ্যে ঢাকা বোর্ড থেকে ১৮শ' ৮১, রাজশাহী বোর্ড থেকে ৩ হাজার ৫১, চট্টগ্রাম বোর্ড থেকে এক হাজার, বরিশাল বোর্ড থেকে ৪শ' ৬২, সিলেট বোর্ড থেকে ১শ' ৫১, যশোর থেকে ৭শ' ৫০ এবং কুমিল্লা থেকে ১৪শ' ৮৮ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার চেষ্টা ৥ নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার রোকনউদ্দিন মেন্না গার্লস কলেজ কেন্দ্রে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট কায়সুল ইসলামকে লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করে হত্যার চেষ্টা করা হয়। পুলিশ বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী সরকারী সফর আলী কলেজের ছাত্র আখলাকুল হাসান আবারকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে। হত্যা চেষ্টার অভিযোগ এনে ম্যাজিস্ট্রেট তার বিরুদ্ধে আড়াইহাজার থানায় মামলা করেছেন। তবে পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থী আখলাকুল হাসান আবার গজারী কাঠ নিয়ে কিভাবে প্রবেশ করল সে রহস্যের উন্মোচন হয়নি।

পরীক্ষার্থী গ্রেফতার ৥ ময়মনসিংহ মহিলা কলেজ ও নাসিরাবাদ কলেজ কেন্দ্রে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগে দুই পরীক্ষার্থী গ্রেফতার হয়েছে। এরা হচ্ছে মিন্টু ও ইউসুফ।

অধ্যক্ষের বাসায় হামলা ৥ গাইবান্ধার মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ কামরুল আলমের বাসায় উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষার্থীরা হামলা চালিয়েছে। গোবিন্দগঞ্জ মহিলা কলেজ ও ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা নকলের সুযোগ না পেয়ে ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়ে এবং সড়ক অবরোধ করে। এতে মহিলা কলেজের আট শিক্ষক আহত হন।

ম্যাজিস্ট্রেট ঘেরাও ৥ বগুড়ার সুখানপুরের সৈয়দ আহমেদ কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী ও বহিরাগতরা নকলের সুযোগ না পেয়ে পরীক্ষা শেষে কলেজে হামলা চালিয়ে ব্যাপক তাণ্ডব করে। তারা কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটকে অবরুদ্ধ করে রাখলে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। কাহালু উপজেলার মালঞ্চা কেন্দ্রেও পরীক্ষার্থীরা তাণ্ডব চালায়।

চট্টগ্রাম থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, এইচএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে চট্টগ্রামের ৭টি কেন্দ্রে ব্যাপক গোলযোগ হয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষার্থী আর বহিরাগত সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে চার শিক্ষককে গুরুতর আহত করেছে। যেসব কেন্দ্রে ব্যাপক গোলযোগ হয়েছে সেগুলো হচ্ছে— হাটহাজারী কলেজ, লোহাগড়া বারো আউলিয়া কলেজ, বোয়ালখালী সিরাজুল ইসলাম কলেজ, নাসিরাবাদ গার্লস কলেজ, কেপিএম কলেজ, আনোয়ারা মোহসেন আউলিয়া ডিগ্রী কলেজ এবং মুসলিম হাই স্কুল। গুরুতর আহত শিক্ষকগণ হলেন জহরুল আলম, শামসুল আলম, জাফর আহমেদ ও আবু নঈম। তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আহমদ হোসেন জনকণ্ঠকে বলেন, নকলকারীদের সঙ্গে কোন আপোস নেই। যে কোন মূল্যে নকল প্রতিরোধ করা হবে। কোন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা গোলযোগ করলে সে কেন্দ্রের ফলাফল বাতিল করা হবে। অধ্যাপক আহমদ হোসেন জানান, দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যারা আহত হয়েছেন তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং সাহসিকতার জন্য পুরস্কৃত করা হবে।

নীলফামারী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, জেলার দুই কেন্দ্রে নকলবাজ ছাত্র, ছাত্রীরা নেতা ও পুলিশের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষে দুই পুলিশসহ বহু ব্যক্তি আহত হয়েছে। নীলফামারী সরকারী কলেজের অধ্যক্ষকে লাঞ্চিত এবং তাঁর অফিস কক্ষ তাণ্ডব করা হয়েছে।

ডিমলা মহিলা কলেজ কেন্দ্রে এক প্রভাবিকার পরনের কাপড় টেনে ছিড়ে ফেলা হয়েছে। জ্ঞান গেছে, ডিমলা ইসলামিয়া কলেজের মূল পরীক্ষা কেন্দ্রের তেনু ডিমলা মহিলা কলেজ। ইসলামিয়া কলেজের গবর্নিং বডির সদস্য আবদুল জলিল কর্তৃক নকল সরবরাহকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ বাধে। এ সংঘর্ষে দুই পুলিশসহ ৭০ জন আহত হয়। এ সময় দু'জন গুলিবিদ্ধ হয়। এরা হচ্ছে তেনু (১৮) ও মাজেদুল (২০)। পুলিশ ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে। নীলফামারী সরকারী কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে সংঘর্ষ হয় কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস পারভেজকে পরীক্ষা কেন্দ্রে থেকে বের করে দেওয়া। পরীক্ষা শেষে বেলা দেড়টায় কলেজ প্রাঙ্গণে ব্যাপক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এক পর্যায়ে ২৫/৩০ জন পরীক্ষার্থী ও বহিরাগত কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষ প্রবেশ করে অধ্যক্ষ মহাম্মদ মনজুর আলী শাহকে বেধড়ক মারপিট এবং কক্ষ তাণ্ডব করে। পুলিশ এ সময় ছাত্র সংসদের ডিপি, জিএস, এজিএসসহ ১৩ জনকে গ্রেফতার করে এদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে জেল হাজতে পাঠায়।

বরিশাল থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, ভোলায় উত্তর জয়নগর হাই স্কুল উপকেন্দ্রে ফাতেমা খানম কলেজের ছাত্রীরা নকল করতে না পেয়ে দুই পরিদর্শকের শরীর ইট দিয়ে খেতলে দেয়। প্রভাবক ইম্রাফিল ও সিরাজুল ইসলামকে ছাত্ররা সকাল সোয়া ১১টায় কেন্দ্রের ২ নং কক্ষে আক্রমণ করে। প্রভাবক ইম্রাফিলের মাথা ও হাত ইট দিয়ে খেতলে দেয়। সিরাজুল ইসলামের মাথা ফাটিয়ে দেয়। শিক্ষকদের রক্ষা করতে গিয়ে পুলিশ কনস্টেবল আজিজুল বারী গুরুতর আহত হন। এ কলেজের পরবর্তী পরীক্ষাগুলো দৌলতখান কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এসব ঘটনায় কোন মামলা হয়নি।

জয়পুরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, ময়ূপুর হাজী মহসীন ডিগ্রী কলেজ

করেছেন। পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে নকল কেড়ে নে পরীক্ষাকেন্দ্রের ৮টি কক্ষ ও ৩টি পবেষণাগারে তাণ্ডব ও অ লাগিয়ে দেয়া হয়। দেড় ঘণ্টা স্থায়ী এ তাণ্ডবলীলার সময় রাউন্ড টায়ারগ্যাস ও ৪ রাউন্ড শটগানের গুলি ছোড়া ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ৪ পুলিশ ও ২০ ছাত্র আহত হয়। নকল পরীক্ষার্থীরা উত্তরপত্র ছিড়ে ও পুড়িয়ে ফেলে। ফলে পত্র বাতিল করা হয়।

শিক্ষকের ওপর হামলা ৥ ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ আঠারবাড়ি পরীক্ষাকেন্দ্রে বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী কামরুল প শেষে শিক্ষক যুগেন্দ্র চন্দ্র পালের ওপর হামলা চালায়। শিক্ষক বহিষ্কার ৥ নকল সরবরাহের অভিযোগে পার্বা বালিকা বিদ্যালয় উপকেন্দ্রে থেকে প্রভাবক আসাদুজ্জামানকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বিরা পরীক্ষাকেন্দ্রে হারুন ও মিজান নামে দুই বহিরাগতকে ও করা হয়েছে।

পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ ৥ চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা ডিগ্রী ক পরীক্ষা শেষে ঘটাব্যাপী পুলিশের সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের হয়। পরীক্ষার্থীরা ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ও কলেজের আসব তাণ্ডব করে। আলমডাঙ্গা থানার ওসিসহ চার পুলিশ ও হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ফাঁকা তুলি টায়ারগ্যাস শেল নিক্ষেপ করে।

পরীক্ষাকেন্দ্রে বোমাবাজি ৥ শরীয়তপুরে নকলের সুযে পেয়ে নড়িয়ার উপসী পরীক্ষাকেন্দ্রে বোমাবাজি ও তাণ্ডব ভাঙুর হয়েছে। এছাড়া দশ ছাত্রী লাঞ্চিত ও পাঁচজন হয়। আহত ছাত্ররা হচ্ছে পান্ডেল, মনিরুজ্জামান, দুলাল ও তারা উপসী কলেজের ছাত্র।

ম্যাজিস্ট্রেট অবরুদ্ধ, শিক্ষক বহিষ্কার ৥ নরতি মনোহরদী থানার কাটাবাড়ি আফাজউদ্দিন মহিলা কেন্দ্রে ম্যাজিস্ট্রেটকে দু'ঘণ্টা অবরুদ্ধ রাখা হয়। এই থেকে তিন শিক্ষককে বহিষ্কার এবং দুই বহিরাগতকে গ্রে করা হয়েছে।

পরীক্ষা বাতিল ৥ জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার মুহসীন সরকারী কলেজ কেন্দ্রে ব্যাপক দাঙ্গা-হামলা, স অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ঐ কেন্দ্রের ইংরেজী দ্বিতীয়পত্রের বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। নকল সরবরাহকারী গ্রেফতার ৥ বরিশালের গৌরনদী পাইলট স্কুল কেন্দ্রে ১৭ সরবরাহকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া বাে কেন্দ্রে শিক্ষকের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করায় আহমেদ ও রিয়াজ নামে দুই পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার ক

ম্যাজিস্ট্রেট ও শিক্ষকের ওপর হামলা ৥ খাগড়া পানছড়ি কলেজ কেন্দ্রে নকলের দাবিতে উচ্ছৃঙ্খল পরী এক ম্যাজিস্ট্রেট ও তিন শিক্ষকের ওপর হামলা চালা তাদের আহত করে। পানছড়ি কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্র করে জেলা সদরের সরকারী কলেজে পরীক্ষা নেবার নেয়া হয়েছে। পরীক্ষা শেষে একটি জীপে ফেরার পথে সড়কের শান্তিপুর এলাকায় গাড়ির গতিরোধ করে মা

মোঃ শামসুজ্জামান, শিক্ষক আলমগীর হোসেন, নুসর খান ও দিদারুল আলমকে সন্ত্রাসীরা মারধর করে। বহনকারী গাড়িটিও তাণ্ডব করা হয়। এসময় ড্রাইভার হক গুরুতর আহত হয়েছে। নকলের সুযোগ না দেয়ার ওপর এই বর্বরোচিত হামলা হয়। এ ব্যাপারে পানছড়ি মামলা হয়েছে।

ভাংচুর ৥ নওগাঁর আতাই উপজেলার আহসান উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয় উপকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা কেন্দ্রের আ তাণ্ডব করে। রাজশাহী বোর্ডের চেয়ারম্যান নুরুল নেতৃত্বে ডিভিগ্যাপ টিম ঐ কেন্দ্রে ৩৬ পরীক্ষার্থীকে করে।

পুলিশের লাঠিচার্জ ৥ নেত্রকোনার আবু আব্বাস, মদন সুলতান ও সরকারী মহিলা কলেজে উচ্ছৃঙ্খল পরী ব্যাপক তাণ্ডব ও সড়ক অবরোধ করে। নকলের সু পেয়ে তারা এসব তাণ্ডব চালায়। পুলিশ লাঠিচা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

দুই ম্যাজিস্ট্রেট লাঞ্চিত ৥ নকলের অভিযোগে বহিষ্কা রাঙ্গামাটিতে দু'জন ম্যাজিস্ট্রেট লাঞ্চিত এবং দুটি পরী তাণ্ডব হয়েছে। রাঙ্গামাটি সরকারী মহিলা কলেজে সুযোগ না পেয়ে উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষার্থীরা ব্যাপক তাণ্ড এবং মহসীন নামে একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে আটক ক

ইসহাস হাসান নামে আরেকজন ম্যাজিস্ট্রেট সহকর্মীে করতে আসার পথে এসপি অফিসের সামনে নাজেহ সন্ত্রাসীরা তাঁর গাড়ি তাণ্ডব করে উল্টিয়ে দেয়। ক কেপিএস স্কুল এ্যান্ড কলেজেও ব্যাপক তাণ্ডব ইউএনও'র গাড়ি তাণ্ডব করা হয়। পুলিশ ফাঁকা টায়ারগ্যাস শেল নিক্ষেপ করে। চট্টগ্রাম বোর্ড কেপিএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে বাতিলের সিদ্ধান্ত

শিক্ষক লাঞ্চিত ৥ কক্সবাজারের সাগরদীপ মহেশখালি বিদ্যালয় কেন্দ্রে একজন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে নক নেয়ায় কক্সবাজার সিটি কলেজের শিক্ষক শাহা উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষার্থীরা মারধর করে।

শিক্ষক অপহরণের চেষ্টা ৥ কক্সবাজারের চকরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলে বাধা দেয়ায় পরী হোমানক কলেজের শিক্ষক খাইরুদ্দাহকে অপহরণের হয়। এ ব্যাপারে চকরিয়া থানায় জননিরাপত্তা আইন হয়েছে।

শিক্ষক ও পুলিশকে প্রহার ৥ নোয়াখালীর হাতি কলেজে ১৬ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কারের খবরে বহিরাগত পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকে দু'জন শিক্ষক মোকুররম আকবর হোসেন এবং পুলিশ কনস্টেবল মৌসলে বেধড়ক মারধর করে। সন্ত্রাসীরা আটটি উত্তরপত্র নেয়।

ছাত্রীর দেহ তল্লাশি ৥ নকলের সন্ধানে পূর্বাঞ্চলীর পরীক্ষা কেন্দ্রে দুই ছাত্রীর দেহ তল্লাশি করায় পরী চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পুলিশ পাহারায় পরিদর্শক সদস্য কল্যাণাড়া ত্যাগ করেন।

ভাংচুর ও উত্তরপত্র ছিড়ে ফেলা ৥ উত্তরপত্র ছিড়ে ফেলা নকলের